দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 DEC 1998
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অধ্যাপক ইউসুফ আলীর ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও দেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছটায় রাজধানীর একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। মুক্তিযুদ্ধে তিনি অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন।

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

অধ্যাপক ইউসুফ

(প্রথম পাতার পর)

১৯৭১ সালে মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পর তিনি স্বাধীনতার সনদ পাঠ করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের চীফ হুইপ।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী কিডনি, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, পাঁচ কন্যা, অজস্র আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল বাদ জোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মরদেহ দিনাজপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

তাঁকে দিনাজপুরের বিরল থানার ফারাক্কাবাদে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হবে।

অধ্যাপক ইউসুফ আলী দিনাজপুর কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্নাতক হন। দিনাজপুর কলেজে তিনি প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি মহান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি আওয়ামী লীগে যোগদেন ১৯৫৫ সালে। তিনি ১৯৬২ সালে এমপিএ ১৯৬৫ সালে এমএনএ নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি এমএনএ ও ১৯৭৩ সালে এমপি নির্বাচিত হন। অধ্যাপক আলী ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের নবেম্বর পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন। আবার তিনি মন্ত্রী হন ১৯৮১ সালে।